বিনম্র সালাতের মূলমন্ত্র

মূল : শায়খ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ : আল-আমীন বিন ইউসুফ

সম্পাদনা : শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী
শাইখ আব্দুল হাই বিন আশফাকুর রহমান

দারুলকারার
মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সম্পাদকের ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা লা-শারীক আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ ﷾ রচিত ثلاث وثلاثون سببا للخشوع في الصلاة এর বাংলা অনুবাদ "বিনম্র সালাতের মূলমন্ত্র" বইটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করলাম, আলহামদু লিল্লাহ।

সালাতের রূহ বা আত্মা হলো, বিনম্রতা তথা খুশূ-খুজূ'। আত্মা ব্যতীত দেহের যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনি সালাতে বিনম্র ভাব ও খুশূ'-খুজূ' না থাকলে তার কোনো প্রতিদানের আশা করা যায় না।

বইটিতে লেখক খুশূ'-খুজূ'র সহায়ক বিষয়াদি উল্লেখ করে তা পালন করতে এবং বিপরীতপক্ষে খুশূ'-খুজূ'র প্রতিবন্ধক বিষয়াদি হতে বিরত থাকার বিষয়াগুলো দলীল সহ বর্ণনা করেছেন। কাজেই বইটি প্রতিটি মুসল্লির সালাতের আত্মাকে রক্ষা করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে দু'আ করি, বইটির মাধ্যমে আল্লাহর সকলেকে খুশূ'-খুজূ' ও বিনয়-নম্রতায় ভরা সালাত আদায় তাওফীক দান করুন। সেই সঙ্গে তিনি মূল লেখক, অনুবাদকের সদিচ্ছা ও শ্রম এবং প্রকাশনার উদ্দ্যোগ কবুল করুন।

স্বাক্ষর

আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল
মাকারেম আল-আখলাক ফাউন্ডেশন, উত্তরা, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

প্রশংসা সহকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সেই মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি আমার মতো এক নগণ্য বান্দাকে এ বইটি অনুবাদর করার তাওফীক দান করেছেন। অতঃপর কৃতজ্ঞতা স্বীকার আমার মা-বাবার যাদের মায়াময় সযত্ন প্রতিপালনে আমি দীনের পথে বেড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। আরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সেসব উস্তায মহোদয়গণের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমি যৎকিঞ্চিৎ ইসলামের জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়েছি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি মূল লেখক ও বইটি অনুবাদে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের। ১৪৩৪ হিজরী সালের ২৬ রামাযানে বইটির অনুবাদ শেষ হয়। ফালিল্লাহিল হামদ।

মানুষ হিসেবে ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। পাঠকমহলের প্রতি অনুরোধ, কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের উদ্দ্যোগ নেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবা এবং যারা এ বইটি অনুবাদ ও প্রকাশে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন!

বিনীত
আল-আমীন বিন ইউসুফ

সূচিপত্র

খুশূ‘-খুজূ‘ বা বিনম্রতা কী?	৯
খুশূ‘ ও বিনম্রতা কোথা থেকে আসে?	৯
প্রকৃত খুশূ‘ ও লোক দেখানো খুশূ‘	১১
খুশূ‘-খুজূ বা বিনম্রতার বিধান	১৪
খুশূ‘-খুজূ ও বিনম্রতার ফযীলত	১৬
খুশূ‘ ও বিনম্রতা অর্জনের পন্থাসমূহ	১৭
সালাতে খুশূ‘-খুজূ ও বিনম্রতা অর্জনের উপায়সমূহ	১৯
সালাত আদায়ের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ	১৯
সালাতে ধীর-স্থির হওয়া	২১
মরণকে স্মরণ	২৩
আয়াত ও পঠিত দোআসমূহের অর্থ বুঝা এবং তাতে চিন্তা-ভাবনা করা	২৪
প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে পৃথক করে তিলাওয়াত করা	৩১
তারতীলসহ সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ	৩১
আল্লাহ আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন বলে বিশ্বাস করা	৩৩
সুতরা‘র কাছাকাছি সালাত আদায়	৩৪

বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর হাত বাঁধা	৩৬
সিজদাহর স্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা	৩৭
তাশাহহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙুল নাড়ানো	৪০
দোআ-যিক্‌র, আয়াত ও সূরা পাঠে ভিন্নতা আনয়ন	৪১
তেলাওয়াতে সিজদাহর আয়াতে সিজদা করা	৫০
শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা	৫২
সালফে-সালেহীনগণ কিভাবে সালাত আদায় করতেন তা চিন্তা করা	৫৯
খুশূ'-খুজূ'র বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া	৬২
দু'আ পাঠের স্থানগুলোতে বেশি বেশি দোআ করা বিশেষ করে সিজদায়	৬৫
সালাম ফিরে দোআ-যিক্‌র	৭০
সালাতের বাইরে মন ব্যস্ত হওয়ার মত বিষয়কে দূর করা	৭০
চিত্তাকর্ষক নকশাযুক্ত, রঙ্গিন বা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত আদায় অনুচিত	৭২
ক্ষুধার সময় খাবার উপস্থিত রেখে সালাত আদায় অনুচিত	৭৩
পেশাব ও টয়লেটের চাপ নিয়ে সালাত আদায় না করা	৭৪
তন্দ্রা অবস্থায় সালাত আদায় অনুচিত	৭৫
আলাপরত অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাতে না দাঁড়াবে না	৭৬
সালাতে ছোট ছোট পাথর, ধূলা বা অন্য কিছু সরাতে ব্যস্ত না হওয়া	৭৮
অন্য মুসল্লীর সমস্যা হয় এমন স্বরে কিরাআত না করা	৭৯
সালাতে এদিক-ওদিক না তাকানো	৮০
আকাশের দিকে দৃষ্টি না দেয়া	৮২
সালাত অবস্থায় সামনের দিকে থুথু না ফেলা	৮৩
সালাতে হাই তোলা প্রতিহত করা	৮৫
সালাতে কোমর বা মাজায় হাত না রাখা	৮৫
সালাতে সাদল না করা।	৮৬
পশু ও জীব-জন্তুর সাদৃশ্য পরিত্যাগ করা	৮৭
পরিশিষ্ট	৯৪
আমাদের বইসমূহ	৯৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لِلّٰهِ رب العالمين، الذي قال في كتابه المبين : ﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾، وقال عن الصلاة : ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ﴾ والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের রব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। যিনি তাঁর সুস্পষ্ট কিতাব আল-কুরআনে বলেন, "তোমরা আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।"[১] সালাত সম্পর্কে বলেন, "আর সালাত আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।"[২] দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুত্তাকীগণের ইমাম ও আল্লাহ-ভীরু বিনয়ীদের সরদার মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাহাবাহ আজমাঈনের উপর।

সালাত দীন ইসলামে আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বড় রুকন বা স্তম্ভ। আর সালাতে খুশূ' বা একাগ্রতা হলো ইসলামী শরীআতের অন্যতম দাবি। এদিকে আল্লাহর দুশমন ইবলীস আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করতে এবং ফেতনায় ফেলতে স্বয়ং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই বলে শপথ করেছে–

﴿ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْم بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ﴾

১. সূরা বাকারাহ ২ : ২৩৮ আয়াত
২. সূরা বাকারাহ ২ : ৪৫ আয়াত

"তারপর আমি তাদের সামনে দিয়ে, তাদের পেছন দিয়ে, তাদের ডান দিয়ে, তাদের বাম দিয়ে, তাদের কাছে অবশ্যই আসব, তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী পাবে না।"[৩]

মানুষকে সালাত হতে ফিরিয়ে রাখা শয়তানের বড় কৌশল। সে বিভিন্নভাবে মানুষকে সালাত হতে বিরত রাখে। সে মুসল্লীদেরকে এমনভাবে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, ইবাদতের স্বাদ ও মজা পাওয়া হতে বঞ্চিত রাখে এবং ইবাদতের প্রতিদান ও সওয়াব বিনষ্ট করে দেয়।

পৃথিবী থেকে সবচেয়ে প্রথমে যা উঠিয়ে নেয়া হবে তা হলো সালাতের খুশূ' তথা একাগ্রতা। আর আমরা আখেরী যামানায় অবস্থান করছি। আমাদের অবস্থার সাথে হুযাইফাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত কথার মিল রয়েছে। যথা তিনি বলেছেন : পরিস্থিতি এমন হবে যে, তুমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখবে, মুসল্লীদের মধ্যে সালাতের খুশূ' (একাগ্রতা) নেই। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও অবকাশ রয়েছে।[৪]

এ সম্পর্কে যে আলোচনা সামনে আসছে তা যেন আমার ও মুসলমান ভাইদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে কাজ দেয়। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, এ লেখনির দ্বারা যেন যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢﴾

"মু'মিনরা সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : ১-২)

অর্থাৎ যারা তাদের সালাতে ভীত, শান্ত ও বিনম্র।

৩. সূরা 'আরাফ ৭ : ১৭
৪. আল-মাদারিজ ১/১২৫

খুশূ‘-খুজূ বা বিনম্র কী?

খুশূ‘ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার ভয়ে ও তাঁর ধ্যানে একাগ্র ও বিনয়ী-বিনম্র হওয়া, ধীর-স্থির ও শান্ত হওয়া।[৫]

খুশূ‘ হলো একাগ্রতার সাথে বিনয়ী ও নত অন্তরে প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া।[৬]

প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ ﵀ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾

“তোমরা আল্লাহ তা‘আলার সামনে একনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।”[৭]

আয়াতে কুনূত তথা একনিষ্ঠতা বলতে বুঝায় : রুকূ‘ করা, খুশূ‘ বা বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহে আল্লাহর ভয়ে বিনয়ী ভাব বজায় রাখা।[৮]

খুশূ‘ ও বিনম্রতা
কোথা থেকে আসে?

বিনম্র ও খুশূ‘র স্থান হচ্ছে কালব বা অন্তর আর তার ফলাফল প্রকাশিত হয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। যেহেতু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরের অনুগত, সেহেতু শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও অমনোযোগিতার কারণে অন্তরের খুশূ‘ যখন বিনষ্ট হয় তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতও বিনষ্ট হয়। কেননা অন্তর হলো বাদশাহর

৫. তাফসীর ইবনু কাসীর, দারুশ শা‘ব মুদ্রিত ৬/৪১৪
৬. আল-মাদারিজ ১/৫২০
৭. সূরা ২ : বাক্বারাহ ২৩৮
৮. তা‘যীমু কাদরিস সালাত ১/১৮৮

মতো, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ হচ্ছে তার বাহিনী যারা বাদশাহর বা রাজার নির্দেশ বাস্তবায়ন করে এবং তার আদেশ মান্য করে। যখন রাজার খুশূ' বিনষ্ট হওয়ার কারণে অন্তরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতও আর ঠিক থাকে না বরং তা বাতিল হয়ে যায়। এটা বিবেচ্য যে, খুশূ' প্রকাশের ভান করা ঘৃণিত ও নিন্দিত এবং তা গোপন রাখা হচ্ছে ইখলাসের পরিচায়ক।

এ প্রসঙ্গে হুযাইফাহ ﵁ বলেন,

إِيَّاكُمْ وَخُشُوْعَ النِّفَاقِ فَقِيْلَ لَهُ : وَمَا خُشُوْعُ النِّفَاقِ؟
قَالَ : أَنْ تَرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بِخَاشِعٍ

"তোমরা খুশূ'র নিফাকী থেকে বেঁচে থাকবে। তাকে বলা হলো, খুশূ'-এর নিফাক কী? তিনি বললেন, শরীরকে খুব একাগ্র ও বিনয়ী হিসাবে দেখানো অথচ তাঁর অন্তর বিনয়ী ও নম্র নয়।"

ফুদাইল বিন ইয়াদ বলেন : কোনো ব্যক্তির অন্তরে যতটুকু খুশূ' রয়েছে তার চেয়ে বেশি বাহ্যিকভাবে দেখানো পছন্দনীয় নয়।

এক ব্যক্তিকে তিনি দেখলেন যে, তার কাঁধ ও অন্যান্য অঙ্গ খুব বিনয়ী মনে হচ্ছে। তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

«يَا فُلَانٌ، اَلْخُشُوْعُ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ، لَا هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَنْكِبَيْهِ»

"হে অমুক! 'খুশূ' এখানে' এ বলে তার বুকের দিকে ইশারা করলেন। আরও বললেন, খুশূ' তোমার কাঁধে নয়।"[৯]

৯. আল-মাদারিজ-১/১২৫

প্রকৃত খুশূ‘ ও লোক দেখানো খুশূ‘

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ ঈমানের খুশূ‘ এবং লোক দেখানো মুনাফিকী খুশূ‘র মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

“ঈমানের খুশূ‘ হচ্ছে : আল্লাহ তা‘আলার মহত্ত্বে ও সম্মানে অন্তরের বিনম্রতা। ঈমানের খুশূ‘ হচ্ছে আল্লাহর ভয় ও লজ্জায় অন্তরের খুশূ‘। ফলে অন্তর আল্লাহ তা‘আলার জন্য ভেঙ্গে পড়ে। আর এ ভেঙ্গে পড়ার সাথে মিশ্রিত থাকে আল্লাহর ভয়, তাঁর প্রতি লজ্জা, তাঁর প্রতি ভালবাসা, তার নিয়ামতের শুকরিয়া এবং তাঁর সাথে কৃত অপরাধসমূহের স্মরণ; যার ফলে অন্তর প্রকম্পিত হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রভাব-প্রতিফলিত হয়। বিপরীতপক্ষে মুনাফিকী খুশূ‘ হচ্ছে অঙ্গ-ভঙ্গির প্রচেষ্টায় বাহ্যিক ও লোকদেখানো খুশূ প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু অন্তরে কোনো খুশূ‘ ও ভীতি থাকে না।”

তাই কতক সাহাবী ﵃ বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ قِيْلَ لَهُ : وَمَا خُشُوْعُ النِّفَاقِ
قَالَ : أَنْ يُرَى الْجَسَدُ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ غَيْرُ خَاشِعٍ.

“আমি আল্লাহর নিকট নিফাকের খুশূ‘ হতে পানাহ চাই। তাঁকে বলা হলো, নিফাকের খুশূ‘ কী জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, শরীরে খুব বিনয়, বিনম্র ও খুশূ‘র ভাব দেখানো কিন্তু অন্তর খুশূ‘ শূন্য।”

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য খুশূ‘ অবলম্বন করবে তাঁর প্রবৃত্তির আগুন এমনকি ধোঁয়া পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে। ফলে তার অন্তর হয়ে উঠবে উজ্জ্বল এবং তাতে মহত্ত্বের আলো চমকাতে থাকবে। আল্লাহর ভয় ও তাঁর সম্মানের পরিপূর্ণতায় আত্মার প্রবৃত্তি মরে যাবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, অন্তর গম্ভীর হয়ে পড়বে এবং তা আল্লাহর ধ্যানে স্থির হয়ে যাবে। সে তখন ধীরস্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে তাঁর প্রভুকে স্মরণ

করবে। ফলে 'মুখবিত' তথা বিনম্র হয়ে পড়বে। মুখবিত হলো মুতমাইন্ন তথা প্রশান্তি। যমীনের নিম্নাংশে যেমন পানি জমা হয়। ভীত-অন্তর নিম্নভূমির ন্যায় যেখানে পানি গড়িয়ে গিয়ে আশ্রয় লাভ করে। এর নিদর্শন হচ্ছে এই যে, সে তাঁর প্রভুর সামনে তাঁর সম্মানে, মহত্ত্বে, হীন-নীচ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে এমনভাবে সিজদাহ'য় অবনত হবে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত সিজদাহ হতে মাথা তুলবে না। এটাই হচ্ছে ঈমানের খুশূ'।

অন্যদিকে অহংকারী অন্তর অহংকারবশত নড়ে উঠে। সেটা এমন উচ্চভূমির ন্যায় যেখানে পানি স্থির হতে পারে না। ধ্বংসাত্মক ও নিফাকীর খুশূ'র অবস্থা এই যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ভান করা এবং লোকজনকে দেখানো যে, সে কত খুশূ'র সাথে ইবাদত করছে। কিন্তু তার অন্তর থাকে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত, অন্তর থাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভরপুর। তা গর্তের সাপ এবং বনের সিংহের ন্যায় বাহ্যিকভাবে নম্রতা দেখায় বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকে আশেপাশে থাকা শিকার ধরা।[১০]

সালাতে খুশূ' ঐ ব্যক্তির অর্জিত হয় যার অন্তর এসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকে। সে সবকিছু বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কাজেই ব্যস্ত থাকে। অন্য সব বিষয়ের উপর তার সালাতকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়। এ-ই যখন তার অবস্থা তখন এ সালাত তার জন্য তৃপ্তিদায়ক ও চক্ষু শীতলকারী হয়। যেমন নবী কারীম ﷺ এরশাদ করেন,

...جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ.

"সালাত আমার জন্য চক্ষু শীতলকারী করে দেয়া হয়েছে।"[১১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারীদেরকে উত্তম গুণাবলীসহকারে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমার এবং মহা পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। খুশূ'র অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে এর জন্য বান্দার উপর সালাত আদায়ের কাজ অত্যন্ত হালকা হয়ে যায়।

১০. কিতাবুর রূহ : ৩১৪ পৃ. দারুল ফিকর মুদ্রিত
১১. তাফসীর ইবনু কাসীর ৫/৪৫৬, হাদীসটি রয়েছে মুসনাদ আহমাদের ৩য় খণ্ড ১২৮ পৃ., হাদীসটি সহীহুল জামে' এর ৩১২৪ নং রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ﴾

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো আর সালাত আদায়ের কষ্ট অত্যন্ত ভারী কিন্তু আল্লাহভীরুদের জন্য তা মোটেই ভারী নয়।" (সূরা বাক্বারা ২ : ৪৫)[১২]

খুশূ' অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয় যা খুব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। এর অস্তিত্ব খুবই বিরল বিশেষ করে আমাদের এই শেষ যামানায়।

নবী ﷺ বলেন, أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوْعُ حَتّٰى لَا تَرٰى فِيْهَا خَاشِعًا.

"এ উম্মত হতে সর্বপ্রথম যা উঠিয়ে নেয়া হবে তথা দূর হয়ে যাবে তা হচ্ছে সালাতে খুশূ'। অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, কোনো মুসল্লীকে সালাত আদায়ে বিনম্র দেখবে না।"[১৩]

কতক সালাফ বলেন, সালাত হচ্ছে একটি দাসীর ন্যায় যা বাদশাহকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করা হয়। সুতরাং যাকে তা দেয়া হয় সে যেন মনে করতে না পারে যে, তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবশ, মূক-বোবা, অন্ধ, কর্তিত হাত-পাওয়ালা বা অসুস্থ ও অত্যন্ত কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট এক দাসী উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। অবস্থা যেন এমন না হয় যে, এমন এক মরা দাসী দেয়া হয়েছে যার দেহে যেন প্রাণই নেই। সুতরাং সালাতের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা দিয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্য অর্জন করা যায় তাকে এ অবস্থায় কিভাবে কোনো বান্দা তার প্রভুকে হাদিয়া প্রদান করবে? অথচ আল্লাহ সর্বত্তোম, উত্তম বস্তুই কেবল তিনি গ্রহণ করেন। আর এমন সালাত কখনো উত্তম বস্তু হতে পারে না, যে সালাতের প্রাণ বা আত্মা বলতে কিছু থাকে না। যেমনভাবে প্রাণহীন দাস-দাসী মুক্ত করা কোনো উত্তম কাজ নয়।[১৪]

১২. তাফসীর ইবনু কাসীর ১/১২৫
১৩. হায়সামী তাঁর মাজমা'য় ২/১৩৬; তাবারানী তার কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এর সনদ হাসান, সহীহ তারগীব হা. ৫৪৩, সহীহ
১৪. আল মাদারিজ ১/৫২৬

খুশূ‘-খুজূ‘ বা বিনম্রতার বিধান

খুশূ‘র ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত হচ্ছে : খুশূ‘ ওয়াজিব।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀ বলেন : আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ﴾

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, সালাত আদায়ের কষ্ট অত্যন্ত ভারী কিন্তু আল্লাহ ভীরুদের জন্য তা মোটেই ভারী নয়।”[১৫]

এ আয়াতে সালাতে খুশূ‘ বজায় রাখে না এমন লোকেদের নিন্দা করা হয়েছে।

নিয়ম হচ্ছে, কাউকে তখনই নিন্দা করা হয় যখন সে কোনো ওয়াজিবকে পরিত্যাগ করে অথবা কোনো হারাম কাজ করে বসে। খুশূ‘ নষ্টকারীদেরকে যেহেতু তিরস্কার করা হয়েছে সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, সালাতে খুশূ‘ বজায় রাখা ওয়াজিব।

তাছাড়া নিম্নের আয়াতটিও খুশূ‘ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। আয়াতটি হচ্ছে–

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ ۝ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝﴾

১৫. সূরা বাক্বারাহ ২ : ৪৫ আয়াত

"মু'মিনরা সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে। যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে। নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত, কারণ এ ক্ষেত্রে তারা নিন্দা থেকে মুক্ত। এদের অতিরিক্ত যারা কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানাত ও ওয়াদা পূর্ণ করে। আর যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান। তারাই হল উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।"[১৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সমস্ত গুণাবলীসম্পন্ন লোকেদেরকে যেহেতু জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সুতরাং এসব গুণাবলী যাদের মধ্যে থাকবে না তারা জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিশ হতে পারে না। অতএব সালাতে খুশূ' ওয়াজিব আর খুশূ' হচ্ছে একাগ্রতা, নিষ্ঠতা, বিনয় ও স্থিরতার সম্মিলিত অবস্থা।

সুতরাং যে ব্যক্তি কাকের ঠোকর মারার মতো ঠোকর মারবে সে তার সিজদায় একাগ্র ও বিনয়ী হবে না। অনুরূপভাবে যে রুকূ'তে ভালভাবে মাথা না নামিয়ে ভালভাবে স্থির না হয়ে মাথা উঠাবে, সে স্থির হলো না। আর স্থির হওয়ার অর্থই হলো প্রশান্তি লাভ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি শান্তি লাভ করলো না সে স্থির হলো না, আর যে স্থির হলো না সে তার রুকূ'তে এবং সিজদায় একাগ্র ও বিনয়ী হতে পারলো না। যে ব্যক্তি বিনয়ী হলো না বা খুশূ' বজায় রাখলো না সে গুনাহগার হলো।

এ কথাও সালাতে খুশূ' ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ খুশূ' পরিত্যাগকারীদেরকেও চক্ষু আকাশের দিকে উত্তোলনকারীর মতোই শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কেননা সে নড়াচড়া করে এবং আকাশের দিকে তাকায় যা একাগ্রতা ও খুশূ' অর্জনের বিপরীত আচরণ।[১৭]

১৬. সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : ১-১১
১৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৫৫৩-৫৫৮

খুশু ও বিনম্রতার ফযীলত

খুশূ‘, একাগ্রতা ও বিনম্রতা অবলম্বনকারীর ফযীলত বর্ণনা এবং এর পরিত্যাগকারীকে ভীতি প্রদর্শন করে নবী ﷺ বলেন–

خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ .

“আল্লাহ তা‘আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে সময়মত সে সালাতগুলো আদায় করবে, আর তাতে পরিপূর্ণরূপে রুকূ‘ করবে এবং খুশূ‘-খুজূ‘ বজায় রাখবে তার জন্য আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য আল্লাহর তরফ হতে কোনো ওয়াদা নেই। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করতে পারেন; আবার শাস্তিও দিতে পারেন।”[১৮]

খুশূ‘র ফযীলত বর্ণনা করে রসূল ﷺ আরো বলেন :

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبَلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ [وفي رواية : لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ] غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [وفي رواية إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ]

“যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে মনে-প্রাণে (গভীর মনোযোগ) দু’ রাকাত সালাত আদায় করে (অন্য বর্ণনায় আছে : ঐ দু’ রাকাত সালাত আদায় করার সময় দুনিয়ার কোনো বিষয়ে চিন্তা করে না, তবে তার পূর্বের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় এও আছে যে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।”[১৯]

১৮. আবূ দাউদ হা. ৪২৫, সহীহুল জামে‘, হা. ৩২৪২
১৯. বুখারী, বাগহা মুদ্রিত, হা. ১৬৮, নাসায়ী ১/৯৫, সহীহুল জামে‘ ৬১৬৬